Registered No. WB/SC-247

রেজিস্ট্রী নংঃ ডব্লু.বি/এস.সি-247

সত্যমেব জয়তে

Kolkata Gazette

কলকাতা গেজেট

EXTRAORDINARY

বিশেষ

PART III

ভাগ ৩

Published by Authority

প্রাধিকারবলে প্রকাশিত

No. 2	KOLKATA, FRIDAY, APRIL 5, 2024	[CHAITRA 16, 1946 (SAKA)
নং ২	কলকাতা, শুক্রবার, ৫ এপ্রিল, ২০২৪	[১৬ই চৈত্র, ১৯৪৬ (শক)

বিধি বিভাগ

কলকাতা, ৫ই এপ্রিল, ২০২৪/১৬ই চৈত্র, ১৯৪৬ (শক)

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশন অ্যাক্ট, ২০১৮-এর বঙ্গানুবাদ এতদ্দ্বারা রাজ্যপালের প্রাধিকারাধীনে প্রকাশিত হইতেছে।

প্রদীপ কুমার পাঁজা

প্রধান সচিব

বিধি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

LAW DEPARTMENT

Kolkata, 5th April, 2024/Chaitra 16, 1946 (Saka)

The translation in Bengali of The West Bengal Municipal Service Commission Act, 2018 is hereby published under the authority of the Governor of West Bengal.

Pradip Kumar Panja

Principal Secretary
Law Department
Government of West Bengal

পশ্চিমবঙ্গ পৌর কৃত্যক কমিশন আইন, ২০১৮

(২০১৮-এর পশ্চিমবঙ্গ ১২ আইন)

নগর উন্নয়ন ও পৌরবিষয়ক বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে নগর স্থানীয় সংস্থাসমূহ (পৌর নিগম, পৌরসংঘ, প্রজ্ঞাপিত এলাকা প্রাধিকার, শিল্পনগরী প্রাধিকারসমূহ)-এর প্রতিষ্ঠানে, উন্নয়ন প্রাধিকারসমূহে এবং বিভিন্ন সংগঠনসমূহের প্রতিষ্ঠানে বিহিত প্রবর্গের পদ ও কৃত্যকসমূহে কর্মচারীবৃন্দের প্রত্যক্ষ নিয়োগের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পৌর কৃত্যক কমিশন গঠন এবং তৎসংশ্লিষ্ট বা তদানুষঙ্গিক বিষয়সমূহের জন্য বিধান প্রণয়ন করণার্থ আইন।

যেহেতু নগর উন্নয়ন ও পৌরবিষয়ক বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে নগর স্থানীয় সংস্থাসমূহ (পৌর নিগম, পৌরসংঘ, প্রজ্ঞাপিত এলাকা প্রাধিকার, শিল্পনগরী প্রাধিকারসমূহ)-এর প্রতিষ্ঠানে, উন্নয়ন প্রাধিকারসমূহে এবং বিভিন্ন সংগঠনসমূহের প্রতিষ্ঠানে বিহিত প্রবর্গের পদ ও কৃত্যকসমূহে কর্মচারীবৃন্দের প্রত্যক্ষ নিয়োগের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পৌর কৃত্যক কমিশন গঠন এবং তৎসংশ্লিষ্ট বা তদানুষঙ্গিক বিষয়সমূহের জন্য বিধান প্রণয়ন করা সঙ্গত বিবেচিত হইয়াছে;

অতএব ইহা ভারত সাধারণতন্ত্রের ঊন-সত্তরতম বর্ষে, পশ্চিমবঙ্গের বিধানমণ্ডল কর্তৃক, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপে বিধিবদ্ধ হইল ঃ—

সংক্ষিপ্ত নাম ও প্রারম্ভ।

১। (১) এই আইন পশ্চিমবঙ্গ পৌর কৃত্যক কমিশন আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা, রাজ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্দিষ্ট করিবেন, সেই তারিখে বলবৎ হইবে।

সংজ্ঞার্থ।

২। এই আইনে, প্রসঙ্গতঃ অন্যথা আবশ্যক না হইলে, —

(ক) "নিযুক্তি প্রাধিকারী" বলিতে আলোচ্য কোন বিশেষ পদে প্রার্থীগণকে নিযুক্ত করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রাধিকারীকে বুঝায়;

(খ) "মুখ্য নির্বাহিক আধিকারিকগণ" বলিতে নগর উন্নয়ন ও পৌরবিষয়ক বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রাধিকারসমূহ বা সংগঠনের মুখ্য নির্বাহিক আধিকারিকগণকে বুঝায়;

(গ) "সভাপতি" বলিতে কমিশনের সভাপতিকে বুঝায়;

(ঘ) "কমিশন" বলিতে এই আইন অনুযায়ী গঠিত পশ্চিমবঙ্গ পৌর কৃত্যক কমিশন বুঝায়;

(ঙ) "নিগম" বলিতে প্রাসঙ্গিক পৌর নিগম আইন অনুযায়ী গঠিত পশ্চিমবঙ্গের কোন পৌর নিগম, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, উহাকে বুঝায়;

(চ) "উন্নয়ন প্রাধিকার" বলিতে দি ওয়েস্ট বেঙ্গল টাউন অ্যাণ্ড কান্ট্রি (প্ল্যানিং অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৯ অনুযায়ী গঠিত উন্নয়ন প্রাধিকারসমূহ বুঝায়; ১৯৭৯-র পশ্চিমবঙ্গ ১৩ আইন।

(ছ) "অধিকর্তা" বলিতে নগর উন্নয়ন ও পৌরবিষয়ক বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন অধিকর্তাকে বুঝায়;

(জ) "সরকারী কর্মচারী" বলিতে ঐসকল ব্যক্তিগণকে বুঝায়, যাঁহারা ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০-এর ২১ ধারার অর্থের মধ্যে সরকারী কর্মচারীরূপে কার্য করিতেছেন বা কার্যকারী বলিয়া গণ্য হন; ১৮৬০-এর ৪৫।

(ঝ) "রাজ্যপাল" বলিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজ্যপালকে বুঝায়;

(ঞ) "সদস্য" বলিতে কমিশনের কোন সদস্যকে বুঝায় এবং উহার সভাপতিকে অন্তর্ভুক্ত করে;

(ট) "পৌরসংঘসমূহ" বলিতে দি ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপাল অ্যাক্ট, ১৯৯৩ অনুযায়ী গঠিত পৌরসংঘসমূহকে বুঝায়; ১৯৯৩-এর পশ্চিমবঙ্গ ২২ আইন।

(ঠ) "প্রজ্ঞাপন" বলিতে সরকারী গেজেটে প্রকাশিত কোন প্রজ্ঞাপন বুঝায়;

(ড) "বিহিত" বলিতে এই আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা বিহিত বুঝায়;

(ঢ) "প্রনিয়মাবলী" বলিতে এই আইন অনুযায়ী কমিশনের দ্বারা প্রণীত প্রনিয়মাবলী বুঝায়;

(ণ) "অনুজ্ঞাকারী সংস্থা" বলিতে ঐসকল সংগঠন বা প্রাধিকারসমূহকে বুঝায়, যাহা পশ্চিমবঙ্গ পৌর কৃত্যক কমিশনের নিকট উহাদের সংগঠন বা প্রাধিকারসমূহের বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনুজ্ঞা প্রেরণ করিবেন;

(ত) "রাজ্য সরকার" বলিতে নগর উন্নয়ন ও পৌরবিষয়ক বিভাগে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে বুঝায়;

(থ) "সচিব" বলিতে কমিশনের সচিবকে বুঝায়;

(দ) "ধারা" বলিতে এই আইনের কোন ধারাকে বুঝায়;

(ধ) "মূল্যায়ণ পর্ষদ" বলিতে দি ওয়েস্ট বেঙ্গল ভ্যালুয়েশন বোর্ড অ্যাক্ট, ১৯৭৮ অনুযায়ী গঠিত পশ্চিমবঙ্গ মূল্যায়ণ পর্ষদকে বুঝায়। ১৯৭৮-এর পশ্চিমবঙ্গ ৫৭ আইন।

কমিশনের গঠন।

৩। (১) রাজ্য সরকার, এই আইনের প্রারম্ভের পর যথাসম্ভব শীঘ্র, পশ্চিমবঙ্গ পৌর কৃত্যক কমিশনের নামে কোন পৌর কৃত্যক কমিশন গঠন করিবেন।

(২) পশ্চিমবঙ্গ পৌর কৃত্যক কমিশন একজন সভাপতি ও অনধিক তিনজন অন্য সদস্যকে লইয়া গঠিত হইবে।

(৩) কমিশন নগর উন্নয়ন ও পৌরবিষয়ক বিভাগে রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীনে কৃত্য করিবেন।

(৪) কমিশনের উপবেশনস্থল ও ক্ষেত্রাধিকার রাজ্য সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন, সেরূপ হইবে।

সভাপতি ও সদস্যগণের নিযুক্তি এবং তাঁহাদের কৃত্যকের শর্ত ও কড়ার।

৪। (১) সভাপতি ও অন্য সদস্যগণ রাজ্য সরকার কর্তৃক ক্ষেত্রানুযায়ী নিযুক্ত বা মনোনীত হইবেন এবং তিনজন সদস্যের মধ্যে একজন সদস্য রাজ্য সরকারের অনগ্রসর শ্রেণীসমূহ কল্যাণ বিভাগের আধিকারিক হইবেন।

(২) ক্ষেত্রানুযায়ী নিযুক্ত বা মনোনীত হইবেন এরূপ সভাপতি বা সদস্যগণ ভারতের নাগরিক হইবেন এবং ক্ষেত্রানুযায়ী নিযুক্তি বা মনোনয়নের মাসের প্রথম দিনে তাঁহাদের বয়স পঁয়তাল্লিশ বৎসরের ঊর্ধ্বে হইতে হইবে এবং তাঁহারা কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী অথবা সমতুল কোন ডিগ্রীসম্পন্ন হইবেন এবং তাঁহাদের কৃত্যক অভিজ্ঞতা নিম্নে প্রদর্শিতরূপে হইবে—

(ক) সভাপতির ক্ষেত্রে, সরকার, সরকারী উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা স্থানীয় প্রাধিকারে গ্রুপ-অ পদে অথবা অনুরূপ পদে ২০ বৎসরের অভিজ্ঞতা;

(খ) কোন সদস্যের ক্ষেত্রে, সরকার, সরকারী উদ্যোগ বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা স্থানীয় প্রাধিকারে গ্রুপ-অ পদে অথবা অনুরূপ পদে ১৫ বৎসরের অভিজ্ঞতা;

(৩) এই আইনে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, কোন ব্যক্তি যিনি ক্ষেত্রানুযায়ী কমিশনের সভাপতিরূপে বা অন্য সদস্যরূপে পদে অধিষ্ঠিত থাকেন, তিনি, তাঁহার পদের মেয়াদ অবসানের পর, ক্ষেত্রানুযায়ী পৌর নিগম বা পৌরসংঘ বা উন্নয়ন প্রাধিকার, প্রজ্ঞাপিত এলাকা প্রাধিকার বা শিল্পনগরী প্রাধিকারাধীন কোন পদে নিযুক্তির জন্য অযোগ্য হইবেন।

(৪) সভাপতি ও অন্য সদস্যগণ সর্বাধিক পাঁচ বৎসর মেয়াদের জন্য অথবা পঁয়ষট্টি বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত, এতদুভয়ের মধ্যে যাহাই পূর্বতর হইবে, পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন :

তবে সভাপতি ও অন্য সদস্যগণের পদে নিযুক্তি কেবল এক বৎসরের সময়সীমার জন্য কৃত হইবে এবং তৎপরে ঐ মেয়াদ সময়ে সময়ে প্রত্যেক উপলক্ষে সর্বাধিক এক বৎসরের সময়সীমার জন্য প্রসারিত হইতে পারে।

কমিশনের সভাপতি, সদস্য এবং উহার আধিকারিক ও অন্য কর্মচারিগণের বেতন ও ভাতাসমূহ।

৫। (১) রাজ্য সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কমিশনের সভাপতি ও সদস্য এবং উহার আধিকারিক ও অন্য কর্মচারিগণের জন্য বেতন ও অন্য ভাতাসমূহের অর্থপরিমাণ স্থির করিতে পারিবেন :

তবে সভাপতি বা অন্য কোন সদস্যের কৃত্যকের শর্ত তাঁহার নিযুক্তির পর তাঁহার পক্ষে অসুবিধাজনকভাবে পরিবর্তিত হইবে না।

(২) কমিশনের সভাপতি ও অন্য সদস্য এবং উহার আধিকারিক ও অন্য কর্মচারিগণের বেতন ও ভাতাসমূহ রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হইবে।

(৩) রাজ্য সরকার এই ধারার প্রয়োজনে কমিশনের জন্য আবশ্যক তহবিলের ব্যবস্থা করিবেন।

কমিশনের কর্মচারিবর্গ।

৬। (১) কমিশনের কর্মচারিবর্গ —

(ক) একজন সচিব, যিনি রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন, এবং

(খ) রাজ্য সরকার, তদ্দ্বারা মঞ্জুরিকৃত পদসমূহে দি কলকাতা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট, ১৯৮০ এবং দি ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন অ্যাক্ট, ২০০৬ অনুযায়ী স্থাপিত বিদ্যমান পৌর কৃত্যক কমিশন হইতে সময়ে সময়ে যেরূপ নিযুক্ত বা প্রতিনিয়োগ করিবেন, সেরূপ অন্য আধিকারিক ও কর্মচারিগণকে লইয়া গঠিত হইবে।

১৯৮০-র পশ্চিমবঙ্গ ৫৯ আইন।
২০০৬-এর পশ্চিমবঙ্গ ৩৯ আইন।

(২) কমিশনের সচিবের নিযুক্তির জন্য যোগ্যতা এবং কৃত্যকের অন্য শর্ত ও কড়ারসমূহ রাজ্য সরকার কর্তৃক যেরূপ বিহিত হইবে, সেরূপ হইবে।

(৩) রাজ্য সরকার নিয়মাবলী দ্বারা —

(ক) পশ্চিমবঙ্গ পৌর কৃত্যক কমিশনের সভাপতি ও অন্য সদস্যগণের কৃত্যকের শর্ত ও কড়ারসমূহ;

(খ) যে প্রণালীতে পশ্চিমবঙ্গ পৌর কৃত্যক কমিশন এই আইন দ্বারা বা অনুযায়ী উহার উপর আরোপিত কর্তব্যসমূহ সম্পাদন করিবেন;

(গ) (১) উপধারার (খ) প্রকরণে উল্লিখিত আধিকারিক ও কর্মচারিবর্গ বাদে, পশ্চিমবঙ্গ পৌর কৃত্যক কমিশনের আধিকারিক ও অন্য কর্মচারিগণের সংখ্যা এবং তাঁহাদের বেতন ও ভাতাসমূহ;

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গ পৌর কৃত্যক কমিশনের আধিকারিক ও অন্য কর্মচারিগণের শৃঙ্খলা, নিয়ন্ত্রণ ও আচরণসমেত কৃত্যকের শর্ত ও কড়ারসমূহ।

কমিশনের কৃত্য।

৭। (১) তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও এবং (৩) উপধারার বিধানসমূহ সাপেক্ষে, কমিশনের কর্তব্য হইবে নগর উন্নয়ন ও পৌরবিষয়ক বিভাগের অধীনে নগর স্থানীয় সংস্থাসমূহ (পৌর নিগম, পৌরসংঘ, প্রজ্ঞাপিত এলাকা প্রাধিকার, শিল্পনগরী প্রাধিকারসমূহ)-এর প্রতিষ্ঠানসমূহে, এবং উহার অধীনে বিভিন্ন সংগঠনসমূহের প্রতিষ্ঠানে, যেরূপ বিহিত হইবে, সেরূপ প্রবর্গের পদ ও কৃত্যকসমূহে প্রত্যক্ষ নিয়োগের জন্য ব্যক্তিগণকে বাছাই করা।

(২) কমিশনের কর্তব্য হইবে রাজ্য সরকার, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেরূপ বিনির্দিষ্ট করিবেন, সেরূপ অন্য কৃত্যসমূহ সম্পাদন করা এবং উহার নিকট যেরূপ প্রেষিত হইবে, সেরূপ বিষয়ে রাজ্য সরকারকে উপদেশদানও উহার কর্তব্য হইবে।

(৩) এই ধারার কোন কিছুই —

(ক) পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কৃত্যক কমিশনের মাধ্যমে কৃত হইবার জন্য অনুজ্ঞাত হয়;

(খ) দি ওয়েস্ট বেঙ্গল রেগুলেশন অব্ রিক্রুটমেন্ট ইন স্টেট গভর্নমেন্ট এস্টাব্লিশমেন্টস অ্যাণ্ড এস্টাব্লিশমেন্টস অব্ পাবলিক আণ্ডারটেকিং, স্ট্যাটিউটরি বডিজ, গভর্নমেন্ট কোম্পানিজ অ্যাণ্ড লোকাল অথরিটিজ অ্যাক্ট, ১৯৯৯-এর ৩ ধারা দ্বারা অর্পিত ক্ষমতার প্রয়োগে প্রচারিত প্রজ্ঞাপন দ্বারা রাজ্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত হইয়াছে বা ঘোষিত হয় এরূপ অব্যাহতিপ্রাপ্ত প্রবর্গভুক্ত প্রার্থীর মাধ্যমে পূরিত হয়; ১৯৯৯-এর পশ্চিমবঙ্গ ১৪ আইন।

(গ) রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইনের আওতা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে

এরূপ পদ বা কৃত্যকসমূহে প্রত্যক্ষ নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

কমিশনের জন্য ব্যক্তিগণের বাছাই-এর প্রণালী ও উহার কার্য চালনার জন্য প্রক্রিয়া এবং উহাকে শূন্যপদ সম্পর্কে জ্ঞাপনের কতিপয় বিশেষ বিধান এবং বিজ্ঞাপন।

৮। (১) ৭ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী যথা-বিনির্দিষ্ট পদ ও কৃত্যকসমূহে নিযুক্তির জন্য ব্যক্তিগণের বাছাই-এর প্রণালী প্রনিয়মাবলীর দ্বারা যেরূপ ব্যবস্থিত হইবে, সেরূপ হইবে।

(২) কমিশনের কার্য চালনার জন্য প্রক্রিয়া প্রনিয়মাবলীর দ্বারা যেরূপ ব্যবস্থিত হইবে, সেরূপ হইবে।

(৩) বিশেষতঃ এবং (২) উপধারার বিধানসমূহ ক্ষুণ্ণ না করিয়া, নগর উন্নয়ন ও পৌরবিষয়ক বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন এবং অন্য প্রাধিকারসমূহ প্রত্যেক বৎসর রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কমিশনকে প্রনিয়মাবলীর দ্বারা যেরূপ ব্যবস্থিত হইবে, সেরূপ সময়ের মধ্যে ও সেরূপ প্রণালীতে বৎসরের অনুক্রমে পূর্বানুমিত ঐসকল শূন্যপদসমেত সকল শূন্যপদের সংখ্যা জ্ঞাপন করিবেন।

কমিশনের সুপারিশের ফল।

৯। তৎসময়ে বলবৎ অন্য কোন বিধিতে যাহা কিছু আছে তৎসত্ত্বেও, পদ ও কৃত্যকসমূহে নিয়োগ, ৭ ধারার (৩) উপধারার আওতাধীন পদ বা কৃত্যকসমূহ ব্যতীত, কমিশনের সুপারিশক্রমে কৃত হইবে। কমিশনের সুপারিশ অনুজ্ঞাকারী সংস্থার উপর বাধ্যকর হইবে।

ফীসমূহ।

১০। কমিশন, ৭ ধারার (১) উপধারা অনুযায়ী যথা-বিহিত, নগর উন্নয়ন ও পৌরবিষয়ক বিভাগের অধীনে নগর স্থানীয় সংস্থাসমূহ (পৌর নিগম, পৌরসংঘ, প্রজ্ঞাপিত এলাকা প্রাধিকার, শিল্পনগরী প্রাধিকারসমূহ)-এর প্রতিষ্ঠানের পদ ও কৃত্যকসমূহে এবং বিভিন্ন সংগঠন ও প্রাধিকারসমূহের পদ ও কৃত্যকসমূহে প্রত্যক্ষ নিয়োগের জন্য ব্যক্তিগণের বাছাইকরণের কৃত্যসমূহ নির্বাহ করিবার উদ্দেশ্যে, প্রনিয়মাবলীর দ্বারা যেরূপ ব্যবস্থিত হইবে, সেরূপ ফী ও অন্যান্য প্রভার উদ্‌গ্রহণ করিতে পারিবেন :

তবে তফসিলী জাতি ও তফসিলী আদিবাসীভুক্ত প্রার্থীগণকে ঐরূপ পরীক্ষার ফীসমূহের পরিশোধকরণ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে।

অভিলেখসমূহ তলব করিবার ক্ষমতা।

১১। কমিশন যেকোন নিযুক্তি প্রাধিকারী অথবা রাজ্য সরকারের নিকট হইতে যেকোন অভিলেখ, প্রতিবেদন বা তথ্য তলব করিতে পারিবেন, যদি উহার অভিমতে ঐরূপ অভিলেখ, প্রতিবেদন ও তথ্য উহার কৃত্যসমূহ সুদক্ষ নির্বাহের জন্য প্রয়োজন হয় এবং সংশ্লিষ্ট প্রাধিকারীসমূহ কমিশনের নিকট ঐরূপ অভিলেখ, প্রতিবেদন বা তথ্য সরবরাহ করিবেন।

সদস্যগণ, ইত্যাদি সরকারী কর্মচারী হইবেন।

১২। এই আইন অনুযায়ী নিযুক্ত সভাপতি ও অন্য সদস্য এবং ব্যক্তিগণ, এই আইন অনুযায়ী কার্য করিবার কালে বা কার্য করিবার অভিপ্রায় কালে, ভারতীয় দণ্ড সংহিতা, ১৮৬০-এর ২১ ধারার অর্থের মধ্যে সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন। ১৮৬০-এর ৪৫।

সিদ্ধকরণ।

১৩। কমিশনের কার্যবাহসমূহ সভাপতি বা অন্য কোন সদস্যের পদে কোন শূন্যতার কারণে **অসিদ্ধ হইয়া যাইবে না।**

নিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

১৪। (১) **রাজ্য সরকার, প্রজ্ঞাপন** দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য নিয়মাবলী প্রণয়ন **করিতে পারিবেন।**

(২) বিশেষতঃ এবং (১) **উপধারার পূর্বগামী** বিধানের ব্যাপকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঐরূপ **নিয়মাবলীর** দ্বারা নিম্নলিখিত **সকল বা যেকোন** বিষয়ের ব্যবস্থা করা যাইবে:-

(ক) ৬ ধারার (৩) উপধারা অনুযায়ী **কমিশনের** সভাপতি ও অন্য সদস্যের কৃত্যকের শর্ত ও কড়ারসমূহ;

(খ) ৬ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী কমিশনের সচিবের নিযুক্তির জন্য যোগ্যতা এবং তাঁহার কৃত্যকের অন্যান্য শর্ত ও কড়ার;

(গ) কমিশনের আধিকারিক ও কর্মচারিগণের নিয়োগের প্রণালী; এবং

(ঘ) অন্য কোন বিষয় যাহা বিহিত হইতে পারে বা বিহিত হইবার জন্য অনুজ্ঞাত হয়।

(৩) এই ধারা অনুযায়ী প্রণীত প্রত্যেক নিয়ম, উহা প্রণীত হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র, রাজ্য বিধানমন্ডলের সমক্ষে স্থাপিত হইবে।

প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা।

১৫। (১) কমিশন, রাজ্য সরকারের পূর্বানুমোদনসহ, এই আইন অনুযায়ী কমিশনের কৃত্য নির্বাহ করিবার জন্য, এই আইনের বিধান বা তদধীনে প্রণীত নিয়মাবলীর সহিত অসমঞ্জস নহে এরূপ প্রনিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বগামী ক্ষমতার ব্যাপকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, ঐরূপ প্রনিয়মাবলীর দ্বারা সকল বা যেকোন বিষয়ের ব্যবস্থা করা যাইবে ঃ—

(ক) ৮ ধারা অনুযায়ী কমিশনে নিযুক্তির জন্য ব্যক্তিগণের বাছাই-এর প্রণালী এবং উহার কার্য চালনার জন্য প্রক্রিয়া;

(খ) ১০ ধারা অনুযায়ী ফী ও অন্যান্য প্রভারের উদ্‌গ্রহণ।

রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্দেশন।

১৬। কমিশন, উহার কৃত্যসমূহের নির্বাহে, রাজ্য সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে উহাকে যেরূপ নির্দেশ দিবেন, এই আইনের বিধানসমূহের সহিত অসমঞ্জস নহে সেরূপ নির্দেশন দ্বারা পথনির্দেশিত হইবেন।

কমিশন ভঙ্গ।

১৭। (১) যদি রাজ্য সরকারের এরূপ অভিমত হয় যে, কমিশন এই আইনের বিধানসমূহ অনুসারে এই আইন অনুযায়ী উহার কৃত্যসমূহ নির্বাহ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, তাহাহইলে রাজ্য সরকার, সরকারী গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা এবং উহার কারণসমূহ বিবৃত করিয়া, আদেশে যেরূপ বিনির্দিষ্ট হইবে, সেরূপ তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ কমিশনকে ভঙ্গ করিতে পারিবেন।

(২) (১) উপধারা অনুযায়ী কমিশন ভঙ্গ হইলে পর, কমিশনের সকল সদস্য ঐরূপ ভঙ্গের তারিখ হইতে কার্যকারিতাসহ তাঁহাদের নিজ নিজ পদসমূহ শূন্য করিয়া দিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) রাজ্য সরকার, (১) উপধারা অনুযায়ী কমিশন ভঙ্গের পর যেকোন সময়ে, এই আইনের বিধানসমূহ অনুসারে কমিশনের পুনর্গঠন করিতে পারিবেন।

অসুবিধাসমূহ দূর করিবার ক্ষমতা।

১৮। যদি এই আইনের বিধানসমূহের কোনটি কার্যকর করণে কোন অসুবিধা উদ্ভূত হয়, তাহাহইলে রাজ্য সরকার এই আইনের বিধানসমূহের সহিত অসমঞ্জস নহে এরূপ, আদেশ দ্বারা, ঐ অসুবিধা দূর করিতে পারিবেন ঃ

তবে, এই আইন বলবৎ হইবার তারিখ হইতে দুই বৎসর অবসানের পর ঐরূপ কোন আদেশ প্রণীত হইবে না।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে বিধি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত এবং সরস্বতী প্রেস লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি উদ্যোগ), কলকাতা-৭০০০৫৬-এ মুদ্রিত।

SPL-2024-20-LAW/391L(8)